ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

শ্লোক ১-২

মৈত্রেয় উবাচ

অথ দেবগণাঃ সর্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ ।
শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশগদাপরিঘমুদ্গরৈঃ ॥ ১ ॥
সংছিন্নভিন্নসর্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্সভ্যা ভয়াকুলাঃ ।
স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্ ॥ ২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সকলে; **রুদ্র-অনীকৈঃ**—শিবের সৈন্যদের দ্বারা; **পরাজিতাঃ**—পরাভূত হয়ে; **শূল**—ত্রিশূল; **পট্টিশ**—তীক্ষ্ণধার বল্লম; **নিস্ত্রিংশ**—তরবারি; **গদা**—গদা; **পরিঘ**—পরিঘ; **মুদ্গরৈঃ**—মুগুর; **সংছিন্ন-ভিন্ন-সর্ব-অঙ্গাঃ**—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আহত; **স-ঋত্বিক্-সভ্যাঃ**—যজ্ঞসভার সমস্ত পুরোহিত এবং সদস্যগণ সহ; **ভয়-আকুলাঃ**—অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে; **স্বয়ম্ভুবে**—ব্রহ্মাকে; **নমস্কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—বিস্তারিতভাবে; **এতৎ**—দক্ষযজ্ঞের এই সমস্ত ঘটনাবলী; **ন্যবেদয়ন্**—নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—সমস্ত পুরোহিত, যজ্ঞসভার সদস্য এবং দেবতারা শিবের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ত্রিশূল, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গে আহত হয়ে, ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পরে, দক্ষের যজ্ঞে যা কিছু হয়েছিল তা সবিস্তারে তাঁরা নিবেদন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩

উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানব্জসম্ভবঃ ।
নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ ॥ ৩ ॥

উপলভ্য—জেনে; **পুরা**—পূর্বেই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—দক্ষযজ্ঞের এই সমস্ত ঘটনা; **ভগবান্**—সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **অব্জ-সম্ভবঃ**—পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল (শ্রীব্রহ্মা); **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **চ**—এবং; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা; **ন**—না; **কস্য**—দক্ষের; **অধ্বরম্**—যজ্ঞে; **ঈয়তুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে, তাই তাঁরা সেই যজ্ঞে যাননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) ভগবান বলেছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন*—"অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে, তা সবই আমি জানি।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বজ্ঞ, এবং তাই দক্ষের যজ্ঞস্থলে যা ঘটবে তা তিনি জানতেন। সেই কারণে নারায়ণ এবং ব্রহ্মা কেউই দক্ষের সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেননি।

শ্লোক ৪

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি ।
ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—দেবতারা এবং অন্যেরা যে ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন; **আকর্ণ্য**—শুনে; **বিভুঃ**—ব্রহ্মা; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তেজীয়সি**—মহাপুরুষ; **কৃত-আগসি**—অপরাধ করা হয়েছে; **ক্ষেমায়**—তোমাদের সুখের জন্য; **তত্র**—সেইভাবে; **সা**—সেই; **ভূয়াৎ ন**—অনুকূল নয়; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **বুভূষতাম্**—জীবন ধারণের ইচ্ছা।

অনুবাদ

দেবতা এবং সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ব্রহ্মা বললেন—মহাপুরুষের নিন্দা করে, এবং তার ফলে তাঁর চরণ-কমলে অপরাধ

করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা কখনই সুখী হতে পারবে না। এইভাবে তোমরা কখনই সুখ লাভ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন যে, দক্ষ যদিও তাঁর সকাম যজ্ঞের ফল উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিবের মতো একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করে তা উপভোগ করা কখনও সম্ভব নয়। যুদ্ধে দক্ষের মৃত্যু হওয়াটাই ভাল হয়েছে, কারণ সে বেঁচে থাকলে বার বার মহাপুরুষদের চরণে এইভাবে অপরাধ করত। মনু প্রদত্ত আইন অনুসারে, হত্যাকারীকে দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তাকে বধ করা না হলে সে আরও মানুষদের হত্যা করবে, এবং এইভাবে এত মানুষকে হত্যা করার ফলে বহু জন্ম ধরে তার ফল ভোগ করবে। তাই হত্যাকারীকে রাজার দণ্ডদান করা উপযুক্ত। যদি কেউ অত্যন্ত অপরাধী হয়, এবং ভগবানের কৃপায় তাদের হত্যা করা হয়, তা হলে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মা দেবতাদের কাছে বলেছিলেন যে, দক্ষের মৃত্যু হওয়াটাই ভাল হয়েছে।

শ্লোক ৫

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা
ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **কৃত-কিল্বিষাঃ**—অপরাধ করে; **ভবম্**—শিব; **যে**—তোমরা সকলে; **বর্হিষঃ**—যজ্ঞের; **ভাগ-ভাজম্**—অংশভাগী; **পরাদুঃ**—বঞ্চিত করেছ; **প্রসাদয়ধ্বম্**—তোমরা সকলে তাঁকে প্রসন্ন কর; **পরিশুদ্ধ-চেতসা**—শুদ্ধ অন্তঃকরণে; **ক্ষিপ্র-প্রসাদম্**—আশু সন্তোষ; **প্রগৃহীত-অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

শিবকে তাঁর যজ্ঞাংশ থেকে বঞ্চিত করার ফলে, তোমরা সকলেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছ। তবুও যদি তোমরা শুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ কর, তা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

তাৎপর্য

শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। *আশু* মানে 'অতি শীঘ্র', এবং *তোষ* মানে 'প্রসন্ন হওয়া'। দেবতাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং যেহেতু তিনি অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, তাই অবশ্যই তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন হবে। ব্রহ্মা শিবের মনোভাব খুব ভালভাবেই জানতেন, এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অপরাধী দেবতারা যদি শুদ্ধ চিত্তে শিবের শরণাগত হন, তা হলে তিনি তাঁদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন।

শ্লোক ৬

আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য
লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্ ।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং
ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ ॥ ৬ ॥

আশাসানাঃ—জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছায়; **জীবিতম্**—আয়ুষ্কাল; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **লোকঃ**—সমস্ত লোক; **স-পালঃ**—পালকগণ সহ; **কুপিতে**—ক্রুদ্ধ হলে; **ন**—না; **যস্মিন্**—যিনি; **তম্**—তা; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **দেবম্**—শিব; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয় পত্নীর; **বিহীনম্**—বিহীন হয়ে; **ক্ষমাপয়ধ্বম্**—ক্ষমা ভিক্ষা কর; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **বিদ্ধম্**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন; **দুরুক্তৈঃ**—কটূক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়ে বললেন যে, শিব এতই শক্তিশালী যে, তিনি ক্রুদ্ধ হলে লোকপাল সহ সমস্ত গ্রহলোক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করতে পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শিব তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন এবং দক্ষের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন। এই অবস্থায়, ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

শ্লোক ৭

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে
যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্ ।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্যয়োর্বা
যস্যাত্মতন্ত্রস্য ক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥ ৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **যজ্ঞঃ**—ইন্দ্র; **ন**—না; **চ**—এবং; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **অন্যে**—অন্যেরা; **যে**—যে; **দেহ-ভাজঃ**—জড় দেহধারী; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **চ**—এবং; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **বিদুঃ**—জানে; **প্রমাণম্**—ইয়ত্তা; **বল-বীর্যয়োঃ**—বল এবং বীর্যের; **বা**—অথবা; **যস্য**—শিবের; **আত্ম-তন্ত্রস্য**—আত্ম-নির্ভরশীল শিবের; **কঃ**—কি; **উপায়ম্**—উপায়; **বিধিৎসেৎ**—বিধান করতে ইচ্ছা করা উচিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, শিব যে কত শক্তিশালী তা তিনি স্বয়ং, ইন্দ্র, যজ্ঞসভায় সমবেত সমস্ত সদস্যেরা, অথবা সমস্ত মুনি-ঋষিরা, কেউই জানেন না। সেই অবস্থায় কে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করতে সাহস করবে?

তাৎপর্য

শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার উপদেশ দেওয়ার পর, ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন কিভাবে শিবের কাছে গিয়ে সেই বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে এবং কিভাবে তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে। ব্রহ্মা এও বলেছিলেন যে, কোন বদ্ধ জীব, এমন কি তিনি এবং সমস্ত দেবতারাও জানেন না কিভাবে শিবকে সন্তুষ্ট করতে হয়। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "শিব যে অতি সহজে সন্তুষ্ট হন তা আমাদের জানা আছে, তাই চল, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে আমরা তাঁর প্রসন্নতা বিধানে চেষ্টা করি।"

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। *ভগবদ্গীতায়* সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবান বলেছেন, সকলেই যেন তাদের মনগড়া সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হয়। তার ফলে জীব তার সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারবে। তেমনই, এখানেও ব্রহ্মা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন শিবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, কারণ তিনি যেহেতু অত্যন্ত কৃপালু এবং সহজেই প্রসন্ন হন, তার ফলে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে।

শ্লোক ৮

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তু তৈঃ
সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ
কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **ইত্থম্**—এইভাবে; **আদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **সুরান্**—দেবতাদের; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তু**—তখন; **তৈঃ**—তাঁদের; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে; **পিতৃভিঃ**—পিতৃগণ; **স-প্রজেশৈঃ**—প্রজাপতিগণ; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যাৎ**—তাঁর নিজের স্থান থেকে; **নিলয়ম্**—আলয়; **পুর-দ্বিষঃ**—শিবের; **কৈলাসম্**—কৈলাস; **অদ্রি-প্রবরম্**—গিরিশ্রেষ্ঠ; **প্রিয়ম্**—প্রিয়তম; **প্রভোঃ**—প্রভুর (শিবের)।

অনুবাদ

এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ এবং দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা তাঁর স্বধাম থেকে শিবের প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শিবের ধাম কৈলাসের বর্ণনা পরবর্তী চৌদ্দটি শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ ।
জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা ॥ ৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঔষধি**—ওষধি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **যোগ**—যোগ অভ্যাস; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধগণ সহ; **নর-ইতরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **জুষ্টম্**—সেবিত; **কিন্নর-গন্ধর্বৈঃ**—কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ দ্বারা; **অপ্সরোভিঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা; **বৃতম্**—পূর্ণ; **সদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

কৈলাস নামক ধাম বিভিন্ন ওষধি এবং বনস্পতিতে পূর্ণ, তা বৈদিক মন্ত্র এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা পবিত্র। তাই সেই ধামের অধিবাসীরা জন্মসূত্রে দেবতা

এবং তাঁরা সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত। তা ছাড়া সেখানে অন্য মানুষেরা রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় কিন্নর এবং গন্ধর্ব, সেখানে তাঁরা তাঁদের অপ্সরা নামক সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১০

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

নানা—বিভিন্ন প্রকার; **মণি**—রত্ন; **ময়ৈঃ**—নির্মিত; **শৃঙ্গৈঃ**—শৃঙ্গ-সমন্বিত; **নানা-ধাতু-বিচিত্রিতৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত; **নানা**—বিভিন্ন প্রকার; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **লতা**—লতা; **গুল্মৈঃ**—গুল্ম; **নানা**—নানা প্রকার; **মৃগগণ**—হরিণসমূহের দ্বারা; **আবৃতৈঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

কৈলাস সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিরত্ন এবং ধাতুতে পূর্ণ পর্বত-সমন্বিত, এবং নানা প্রকার মূল্যবান বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিবৃত। সেই পর্বতশৃঙ্গ বিভিন্ন প্রকার হরিণদের দ্বারা বিভূষিত।

শ্লোক ১১

নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ ।
রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্ ॥ ১১ ॥

নানা—বিবিধ প্রকার; **অমল**—নির্মল; **প্রস্রবণৈঃ**—জলপ্রপাত; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **কন্দর**—গুহা; **সানুভিঃ**—শিখরসমূহ; **রমণম্**—আনন্দপ্রদ; **বিহরন্তীনাম্**—ক্রীড়াশীল; **রমণৈঃ**—তাঁদের প্রেমিকদের সঙ্গে; **সিদ্ধ-যোষিতাম্**—সিদ্ধ রমণীদের।

অনুবাদ

সেখানে বহু ঝরনা রয়েছে, এবং পর্বতে অনেক সুন্দর গুহা রয়েছে, যেখানে সিদ্ধ রমণীগণ তাঁদের কান্ত সহ বিহার করেন।

শ্লোক ১২

ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্ ।
প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতত্রিণাম্ ॥ ১২ ॥

ময়ূর—ময়ূরদের; **কেকা**—কেকারব; **অভিরুতম্**—গুঞ্জায়মান; **মদ**—মদমত্ত; **অন্ধ**—অন্ধ; **অলি**—অলিকুলের দ্বারা; **বিমূর্চ্ছিতম্**—গুঞ্জায়মান; **প্লাবিতৈঃ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **রক্ত-কণ্ঠানাম্**—কোকিলদের; **কূজিতৈঃ**—কূজন; **চ**—এবং; **পতত্রিণাম্**—অন্যান্য পাখিদের।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বত সর্বদা ময়ূরের কেকারব, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুরব এবং অন্যান্য পক্ষীদের কূজনে মুখরিত।

শ্লোক ১৩

আহূয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ ।
ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ ॥ ১৩ ॥

আহূয়ন্তম্—আহ্বান করে; **ইব**—যেন; **উৎ-হস্তৈঃ**—উত্তোলিত হস্ত (শাখা); **দ্বিজান্**—পক্ষীগণ; **কাম-দুঘৈঃ**—মনোবাসনা-পূর্ণকারী; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ব্রজন্তম্**—চলমান; **ইব**—যেন; **মাতঙ্গৈঃ**—হস্তীদের দ্বারা; **গৃণন্তম্**—গুঞ্জায়মান; **ইব**—যেন; **নির্ঝরৈঃ**—ঝরনার দ্বারা।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বতের ঋজু শাখা-সমন্বিত সুউচ্চ বৃক্ষগুলি যেন হস্ত প্রসারণ করে বিহঙ্গদের আহ্বান করে। মাতঙ্গগণ যখন ইতস্তত ভ্রমণ করে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বত মন্থর গতিতে তাদের সাথে গমন করছেন। ঝরনা থেকে যখন সশব্দে জল পড়ে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বতও কলকণ্ঠে কীর্তন করছেন।

শ্লোক ১৪-১৫

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্ ।
তমালৈঃ শালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জুনৈঃ ॥ ১৪ ॥

চূতৈঃ কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ ।
পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি ॥ ১৫ ॥

মন্দারৈঃ—মন্দারের দ্বারা; **পারিজাতৈঃ**—পারিজাতের দ্বারা; **চ**—এবং; **সরলৈঃ**—সরলের দ্বারা; **চ**—এবং; **উপশোভিতম্**—শোভিত; **তমালৈঃ**—তমাল বৃক্ষের দ্বারা; **শাল-তালৈঃ**—শাল এবং তাল বৃক্ষের দ্বারা; **চ**—এবং; **কোবিদার-আসন-অর্জুনৈঃ**—কোবিদার, আসন (বিজয়-সারস) এবং অর্জুন (কাঞ্চনারক) বৃক্ষের দ্বারা; **চূতৈঃ**—আম্র; **কদম্বৈঃ**—কদম্বের দ্বারা; **নীপৈঃ**—নীপ (ধূলি-কদম্ব) দ্বারা; **চ**—এবং; **নাগ-পুন্নাগ-চম্পকৈঃ**—নাগ, পুন্নাগ এবং চম্পকের দ্বারা; **পাটল-অশোক-বকুলৈঃ**—পাটল, অশোক এবং বকুলের দ্বারা; **কুন্দৈঃ**—কুন্দের দ্বারা; **কুরবকৈঃ**—কুরবকের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

সমগ্র কৈলাস পর্বতটি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। তাদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদার, আসন, অর্জুন, আম্র, কদম্ব, ধূলি-কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ এবং কুরবক। সমগ্র পর্বতটি এই সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত যাতে সুরভিত ফুল ফোটে।

শ্লোক ১৬

স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বররেণুকজাতিভিঃ ।
কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥

স্বর্ণার্ণ—স্বর্ণবর্ণ; **শত-পত্রৈঃ**—পদ্মের দ্বারা; **চ**—এবং; **বর-রেণুক-জাতিভিঃ**—বর, রেণুক এবং মালতীর দ্বারা; **কুব্জকৈঃ**—কুব্জকের দ্বারা; **মল্লিকাভিঃ**—মল্লিকার দ্বারা; **চ**—এবং; **মাধবীভিঃ**—মাধবীর দ্বারা; **চ**—এবং; **মণ্ডিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

অন্যান্য বৃক্ষও সেই পর্বতকে সুশোভিত করেছে, যথা—স্বর্ণবর্ণ কমল, দারুচিনি, মালতী, কুব্জ, মল্লিকা এবং মাধবী।

শ্লোক ১৭

পনসোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ ।
ভূর্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥ ১৭ ॥

পনস-উদুম্বর-অশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-হিঙ্গুভিঃ—পনস (কাঁঠাল), উদুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং উৎপাদক বৃক্ষের দ্বারা; **ভূর্জৈঃ**—ভূর্জ দ্বারা; **ওষধিভিঃ**—সুপারি গাছের দ্বারা; **পূগৈঃ**—পূগের দ্বারা; **রাজপূগৈঃ**—রাজপূগের দ্বারা; **চ**—এবং; **জম্বুভিঃ**—জম্বুর দ্বারা।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বত অন্যান্য যে-সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত, সেগুলি হচ্ছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং-উৎপাদনকারী বৃক্ষ। সেখানে সুপারি, ভূর্জপত্র, পূগ, রাজপূগ, জম্বু ইত্যাদি বৃক্ষও রয়েছে।

শ্লোক ১৮

খর্জূরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ প্রিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ ।
দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥ ১৮ ॥

খর্জূর-আম্রাতক-আম্র-আদ্যৈঃ—খর্জুর, আম্রাতক, আম্র ইত্যাদির দ্বারা; **প্রিয়াল-মধুক-ইঙ্গুদৈঃ**—প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদের দ্বারা; **দ্রুম-জাতিভিঃ**—বিভিন্ন বৃক্ষের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য; **চ**—এবং; **রাজিতম্**—শোভিত; **বেণু-কীচকৈঃ**—বেণু (বাঁশ) এবং কীচক (ফাঁপা বাঁশ) দ্বারা।

অনুবাদ

সেখানে আম, প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদ বৃক্ষ আছে। আর তা ছাড়া বেণু, কীচক এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার বাঁশ গাছ রয়েছে, যা কৈলাস পর্বতকে পরিশোভিত করে আছে।

শ্লোক ১৯-২০

কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রবনর্দ্ধিভিঃ ।
নলিনীষু কলং কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ঋক্ষশল্যকৈঃ ।
গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

কুমুদ—কুমুদ; **উৎপল**—উৎপল; **কহ্লার**—কহ্লার; **শতপত্র**—পদ্ম; **বন**—বন; **ঋদ্ধিভিঃ**—আচ্ছাদিত; **নলিনীষু**—সরোবরে; **কলম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে; **কূজৎ**—কাকলি; **খগ**—পক্ষীদের; **বৃন্দ**—সমূহ; **উপশোভিতম্**—অলঙ্কৃত; **মৃগৈঃ**—হরিণের দ্বারা; **শাখা-মৃগৈঃ**—বানরদের দ্বারা; **ক্রোড়ৈঃ**—শূকরদের দ্বারা; **মৃগ-ইন্দ্রৈঃ**—সিংহদের দ্বারা; **ঋক্ষ-শল্যকৈঃ**—ঋক্ষ এবং শল্যকদের দ্বারা; **গবয়ৈঃ**—নীল গাইদের দ্বারা; **শরভৈঃ**—বন্য গর্দভদের দ্বারা; **ব্যাঘ্রৈঃ**—বাঘেদের দ্বারা; **রুরুভিঃ**—এক প্রকার ছোট হরিণদের দ্বারা; **মহিষ-আদিভিঃ**—মহিষ ইত্যাদির দ্বারা;

অনুবাদ

সেখানে কুমুদ, উৎপল, শতপত্র আদি নানা প্রকার পদ্ম রয়েছে। সেই বন সুশোভিত উদ্যানের মতো প্রতীত হয়, এবং সেখানকার ছোট ছোট সরোবরগুলি বিভিন্ন প্রকার পাখির অতি মধুর কূজনে মুখরিত। সেই স্থানটি হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ঋক্ষ, শল্যক, নীল গাই, বন্য গর্দভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ ইত্যাদি নানা প্রকার পশুতে পূর্ণ, তারা সেখানে তাদের জীবন উপভোগ করে থাকে।

শ্লোক ২১

কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ ।
কদলীখণ্ডসংরুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

কর্ণান্ত্র—কর্ণান্ত্রের দ্বারা; **একপদ**—একপদ; **অশ্বাস্যৈঃ**—অশ্বাস্যের দ্বারা; **নির্জুষ্টম্**—পূর্ণরূপে উপভোগ করে; **বৃক-নাভিভিঃ**—বৃক এবং নাভি বা কস্তুরী মৃগ; **কদলী**—কদলী বৃক্ষের; **খণ্ড**—সমূহ; **সংরুদ্ধ**—আচ্ছাদিত; **নলিনী**—পদ্মফুলে পূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর; **পুলিন**—বালুকাময় তটভূমি-সমন্বিত; **শ্রিয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

সেখানে কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বাস্য, বৃক এবং কস্তুরী প্রভৃতি নানাবিধ মৃগ বাস করছে। পাহাড়ের গায়ে সরোবরের তীরে বহু কদলী বৃক্ষ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করছে।

শ্লোক ২২

পর্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া ।
বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২২ ॥

পর্যস্তম্—পরিবেষ্টিত; **নন্দয়া**—নন্দার দ্বারা; **সত্যাঃ**—সতীর; **স্নান**—স্নানের ফলে; **পুণ্য-তর**—বিশেষভাবে সুগন্ধিত; **উদয়া**—জলের দ্বারা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ভূত-ঈশ**—ভূতদের ঈশ্বর শিবের; **গিরিম্**—পর্বত; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **বিস্ময়ম্**—আশ্চর্য; **যযুঃ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে অলকনন্দা নামে ছোট হ্রদটিতে সতী স্নান করতেন, এবং সেই হ্রদটি বিশেষভাবে পবিত্র। কৈলাস পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহান ঐশ্বর্য দর্শন করে দেবতারা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা নামক ভাষ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সতী যে জলে স্নান করতেন তা ছিল গঙ্গা। অর্থাৎ গঙ্গা কৈলাস পর্বত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই বর্ণনা স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ গঙ্গা শিবের জটা থেকেও প্রবাহিত হচ্ছে। গঙ্গা যেহেতু শিবের জটা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে, যে-জলে সতী স্নান করতেন তা অবশ্যই অতি সুগন্ধিত ছিল এবং তা ছিল গঙ্গাজল।

শ্লোক ২৩

দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্ ।
বনং সৌগন্ধিকং চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্ ॥ ২৩ ॥

দদৃশুঃ—দেখেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (কৈলাসে); **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **রম্যাম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **অলকাম্**—অলকা; **নাম**—নামক; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **পুরীম্**—পুরী; **বনম্**—বন; **সৌগন্ধিকম্**—সৌগন্ধিক; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **যত্র**—যে-স্থানে; **তৎ-নাম**—সেই নামে পরিচিত; **পঙ্কজম্**—এক জাতের পদ্মফুল।

অনুবাদ

দেবতারা সৌগন্ধিক নামক, অর্থাৎ সুগন্ধে পরিপূর্ণ এক বনে অলকা নামক এক অপূর্ব সুন্দর স্থান দর্শন করেছিলেন। সেই বনে প্রচুর পদ্মফুলের জন্য তার নাম হয়েছিল সৌগন্ধিক।

তাৎপর্য

অলকা কখনও কখনও অলকাপুরী নামেও প্রসিদ্ধ, যা কুবেরের আবাসস্থলের নাম। কুবেরের আলয় কিন্তু কৈলাস থেকে দেখা যায় না। অতএব এখানে যে অলকা নামক স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে, তা কুবেরের অলকাপুরী থেকে ভিন্ন। বীর-রাঘব আচার্যের মতে, *অলকা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অসাধারণ সৌন্দর্যময়'। দেবতারা যে অলকা ভূভাগ দর্শন করেছিলেন, সেখানে সৌগন্ধিক নামক এক প্রকার পদ্মফুল পাওয়া যায়, যা বিশেষ সৌরভ বিস্তার করে।

শ্লোক ২৪

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ ।
তীর্থপাদপদাম্ভোজরজসাতীব পাবনে ॥ ২৪ ॥

নন্দা—নন্দা; **চ**—এবং; **অলকনন্দা**—অলকনন্দা; **চ**—এবং; **সরিতৌ**—দুটি নদী; **বাহ্যতঃ**—বহির্ভাগে; **পুরঃ**—সেই নগরীর; **তীর্থ-পাদ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **অতীব**—অত্যন্ত; **পাবনে**—পবিত্র।

অনুবাদ

তাঁরা নন্দা এবং অলকনন্দা নামক দুটি নদীও দর্শন করেছিলেন। এই নদী দুটি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র।

শ্লোক ২৫

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ ।
ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ ॥ ২৫ ॥

যয়োঃ—যেই দুটি নদীতে; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ স্বর্গের রমণীগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **স্ব-ধিষ্ণ্যতঃ**—তাঁদের বিমান থেকে;

ক্রীড়ন্তি—খেলা করেন; **পুংসঃ**—তাঁদের পতিগণ; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—জল সিঞ্চন করে; **বিগাহ্য**—জলে প্রবেশ করে; **রতি-কর্শিতাঃ**—সম্ভোগশ্রান্তা।

অনুবাদ

হে বিদুর! স্বর্গের সুন্দরীরা তাঁদের পতিগণ সহ বিমানে চড়ে এই নদীতে অবতরণ করেন, এবং কামক্রীড়ার পর, জলে প্রবেশ করে তাঁদের পতিদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে তাঁরা আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, স্বর্গলোকের রমণীরাও যৌন সুখের চিন্তার দ্বারা কলুষিত এবং তাই তাঁরা বিমানে চড়ে নন্দা এবং অলকনন্দা নদীতে স্নান করতে আসেন। এই নন্দা এবং অলকনন্দা নদীগুলি পরমেশ্বর ভগবানের পদরজের দ্বারা পবিত্র হওয়ার ফলে মাহাত্ম্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গঙ্গা যেমন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে পবিত্র, তেমনই জল অথবা অন্য কোন বস্তু যখন ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন তা পবিত্র হয় এবং চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্তির বিধি-বিধানগুলি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—কোন কিছু যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ তা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্বর্গ-সুন্দরীরা যৌন ভাবনার দ্বারা কলুষিত হয়ে সেই পবিত্র নদীতে স্নান করতে আসেন এবং তাঁদের কান্তদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করেন। এই সম্পর্কে দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *রতি-কর্শিতাঃ* মানে হচ্ছে যৌন সুখ উপভোগের পর সেই সুন্দরীরা বিষণ্ণ হন। যদিও তাঁরা দেহের আবেদনে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হন, কিন্তু তার পর তাঁরা সুখী হন না।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে এখানে তীর্থপাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *তীর্থ* মানে হচ্ছে 'পবিত্র স্থান' এবং *পাদ* মানে হচ্ছে 'ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম'। মানুষ পবিত্র তীর্থে যায় তাদের পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অনুরক্ত, তাঁরা আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে যান। ভগবানের শ্রীপাদ্পদ্মকে বলা হয় *তীর্থপাদ,* কারণ তাঁর আশ্রয়ে হাজার হাজার মহাত্মা রয়েছেন, যাঁরা তীর্থস্থানসমূহকে পবিত্র করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ না করার উপদেশ দিয়েছেন। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান, তিনি গোবিন্দের

শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি তীর্থযাত্রার পরিণাম-স্বরূপ আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে যেতে পারেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছেন, তাঁকে বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে হয় না, কারণ কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই তিনি এই প্রকার তীর্থ-ভ্রমণের সমস্ত সুফল লাভ করতে পারেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি রয়েছে, তিনি পৃথিবীর যেখানেই থাকেন না কেন, সেই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। *তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি* (*ভাগবত* ১/১৩/১০)। শুদ্ধ ভক্তের উপস্থিতির ফলে সমস্ত স্থান পবিত্র হয়ে যায়; যে স্থানে ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অবস্থান করেন বা বাস করেন, সেই স্থান আপনা থেকেই পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে থাকতে পারেন, এবং ভগবানের ইচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের সেবা করার ফলে, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়ে যায়।

শ্লোক ২৬

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্ ।
বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥ ২৬ ॥

যয়োঃ—সেই দুটি নদীতে; **তৎ-স্নান**—সুর-কামিনীদের স্নানের ফলে; **বিভ্রষ্ট**—বিগলিত; **নব**—নতুন; **কুঙ্কুম**—কুমকুম চূর্ণের দ্বারা; **পিঞ্জরম্**—পীতবর্ণ; **বিতৃষঃ**—তৃষ্ণার্ত না হয়ে; **অপি**—সত্ত্বেও; **পিবন্তি**—পান করে; **অম্ভঃ**—জল; **পায়য়ন্তঃ**—পান করায়; **গজাঃ**—হস্তী; **গজীঃ**—হস্তিনী।

অনুবাদ

দিব্যাঙ্গনাদের স্নানের ফলে, তাঁদের গাত্রভ্রষ্ট নব কুমকুমের সংযোগে সেই দুটি নদীর জল পীতবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন স্নানের জন্য সেখানে আগত হস্তিনীগণ সহ হস্তীরা তৃষ্ণার্ত না হলেও, সেই জল পান করে।

শ্লোক ২৭

তারহেমমহারত্নবিমানশতসঙ্কুলাম্ ।
জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্ ॥ ২৭ ॥

তার-হেম—মুক্তা এবং সোনা; **মহা-রত্ন**—বহুমূল্য রত্ন; **বিমান**—বিমানের; **শত**—শত-শত; **সঙ্কুলাম্**—ঝাঁক; **জুষ্টাম্**—নিষেবিত; **পুণ্যজন-স্ত্রীভিঃ**—যক্ষপত্নীদের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **স-তড়িৎ-ঘনম্**—বিদ্যুৎ এবং মেঘ-সমন্বিত।

অনুবাদ

স্বর্গবাসীদের বিমানগুলি মুক্তা, সোনা এবং বহুমূল্য রত্নখচিত। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারা উদ্ভাসিত মেঘরাজির সঙ্গে সেই স্বর্গবাসীদের তুলনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে বিমানের বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমাদের পরিচিত বিমান থেকে ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিমানের বহু বর্ণনা রয়েছে। বিভিন্ন গ্রহলোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিমান রয়েছে। এই স্থূল পৃথিবীর বিমান যন্ত্রচালিত, কিন্তু অন্যান্য লোকের বিমানসমূহ যন্ত্রচালিত নয়, সেইগুলি মন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়। স্বর্গবাসীরা এক লোক থেকে আর এক লোকে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য সেইগুলির ব্যবহার করেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা বিমানের সাহায্য ব্যতীতই এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারেন। স্বর্গলোকের সুন্দর বিমানগুলির তুলনা আকাশের সঙ্গে করা হয়েছে, কারণ সেইগুলি আকাশে বিচরণ করে; আর সেই বিমানের যাত্রীদের মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বর্গবাসীদের সুন্দরী স্ত্রীদের তুলনা করা হয়েছে বিদ্যুতের সঙ্গে। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, স্বর্গলোক যাত্রীদের নিয়ে যে সমস্ত বিমান কৈলাসে এসেছিল, সেইগুলি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

শ্লোক ২৮

হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকং চ তৎ ।
দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ॥ ২৮ ॥

হিত্বা—অতিক্রম করে; **যক্ষ-ঈশ্বর**—যক্ষদের ঈশ্বর (কুবের); **পুরীম্**—বাসস্থান; **বনম্**—বন; **সৌগন্ধিকম্**—সৌগন্ধিক নামক; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **কাম-দুঘৈঃ**—বাসনা-পূর্ণকারী; **হৃদ্যম্**—আকর্ষণীয়; **চিত্র**—বিচিত্র; **মাল্য**—পুষ্প; **ফল**—ফল; **ছদৈঃ**—পত্র।

অনুবাদ

ভ্রমণকালে দেবতারা সৌগন্ধিক নামক সেই বনটি অতিক্রম করলেন, যা বিবিধ প্রকার ফুল, ফল এবং কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। সেই বনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে, তাঁরা যক্ষেশ্বর কুবেরের পুরীও দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

যক্ষেশ্বর কুবের নামেও পরিচিত, এবং তিনি হচ্ছেন দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত ধনবান। এই শ্লোকগুলি থেকে প্রতীত হয় যে, কৈলাস কুবেরের বাসস্থানের নিকটেই অবস্থিত। এখানে এই কথাও বলা হয়েছে যে, সেই বনটি ছিল কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, কল্পবৃক্ষ বৈকুণ্ঠলোকে, বিশেষ করে কৃষ্ণলোকে পাওয়া যায়। এখানে আমরা জানতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, শিবের আলয় কৈলাসেও তেমন কল্পবৃক্ষ দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় যে, কৈলাস একটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান; তা প্রায় শ্রীকৃষ্ণের ধামেরই মতো।

শ্লোক ২৯

রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্‌পদম্ ।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠং খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

রক্ত—রক্তাভ; **কণ্ঠ**—কণ্ঠ; **খগ-অনীক**—অনেক পক্ষীর; **স্বর**—মধুর স্বরের দ্বারা; **মণ্ডিত**—সুশোভিত; **ষট্-পদম্**—ভ্রমর; **কলহংস-কুল**—কলহংসের ঝাঁক; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **খর-দণ্ড**—পদ্মফুল; **জল-আশয়ম্**—সরোবর।

অনুবাদ

সেই দিব্য বনে বহু পাখি ছিল যাদের গলার রং ছিল লাল এবং তাদের মধুর স্বরের সঙ্গে ভ্রমরকুলের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়েছিল। সেখানকার সরোবরগুলি কলহংস এবং খরদণ্ড মৃণালসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিল।

তাৎপর্য

সেখানে বহু সরোবর ছিল বলে সেই বনের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই সরোবরগুলি পদ্মফুলের দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং

সেখানে হংসকুল অন্যান্য পক্ষী ও গুঞ্জনরত ভ্রমরদের সঙ্গে খেলা করে গান করত। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, আমরা অনুমান করতে পারি সেই স্থান কত সুন্দর ছিল, এবং সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেবতারা সেই পরিবেশ কিভাবে উপভোগ করেছিলেন। এই পৃথিবীতে মানুষ বহু পথ এবং সুন্দর স্থান নির্মাণ করেছে, কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তার কোনটিই কৈলাসের সৌন্দর্য অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ৩০

বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা ।
অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ ॥ ৩০ ॥

বন-কুঞ্জর—বন্য হস্তী; **সংঘৃষ্ট**—গাত্র ঘর্ষণ করেছে; **হরিচন্দন**—চন্দন বৃক্ষ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **অধি**—অধিকন্তু; **পুণ্যজন-স্ত্রীণাম্**—যক্ষপত্নীদের; **মুহুঃ**—বারংবার; **উন্মথয়ৎ**—ক্ষোভিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

সেই পরিবেশ চন্দন বনে সমবেত বন্য হস্তীর পালকে প্রভাবিত করে, এবং সেখানকার সমীরণ যক্ষপত্নীদের চিত্ত রতি সুখের জন্য উন্মথিত করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে যখনই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ বিষয়াসক্ত মানুষদের মনে যৌন বাসনার উদয় হয়। এই প্রবৃত্তি কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, উচ্চতর লোকেও দেখা যায়। জড় জগতের জীবদের মনে এই পরিবেশগত প্রভাবের ঠিক বিপরীত হচ্ছে চিৎ-জগতের বর্ণনা। সেখানকার রমণীরা শত-সহস্রগুণ অধিক সুন্দরী, এবং সেখানকার চিন্ময় পরিবেশও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের মন কখনই কামোদ্দীপ্ত হয় না, কারণ তাঁদের চিন্ময় চেতনা ভগবানের মহিমা কীর্তনে এতই মগ্ন থাকে যে, কোন রকম সুখই, এমন কি জড় জগতের চরম সুখ, যৌন সুখও সেই আনন্দের কাছে নিতান্তই নগণ্য বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠলোকের পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম প্রবণতা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—সেখানকার অধিবাসীরা চিন্ময় চেতনায় এমনই উদ্ভাসিত যে, তার তুলনায় রতি সুখ নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ৩১

বৈদূর্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ ।
প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১ ॥

বৈদূর্য-কৃত—বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত; **সোপানাঃ**—সিঁড়ি; **বাপ্যঃ**—সরোবর; **উৎপল**—পদ্মফুলের; **মালিনীঃ**—শ্রেণীবদ্ধ; **প্রাপ্তম্**—অধ্যুষিত; **কিম্পুরুষৈঃ**—কিম্পুরুষদের দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তে**—সেই দেবতারা; **আরাৎ**—অদূরে; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **বটম্**—একটি বট বৃক্ষ।

অনুবাদ

তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে, সেখানকার স্নানের ঘাট ও সেগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত। সেখানকার সরোবরগুলি ছিল পদ্মে পূর্ণ। ঐ সমস্ত সরোবর অতিক্রম করে দেবতারা একটি বিশাল বট বৃক্ষ দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩২

স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ ।
পর্যক্কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

সঃ—সেই বট বৃক্ষটি; **যোজন-শত**—এক শত যোজন (আট শত মাইল); **উৎসেধঃ**—উচ্চ; **পাদ-ঊন**—এক-চতুর্থাংশ কম (ছয় শত মাইল); **বিটপ**—শাখাসমূহের দ্বারা; **আয়তঃ**—বিস্তীর্ণ; **পর্যক্**—সর্বত্র; **কৃত**—নির্মিত; **অচল**—স্থির; **ছায়ঃ**—ছায়া; **নির্নীড়ঃ**—পাখির নীড়বিহীন; **তাপ-বর্জিতঃ**—তাপ-রহিত।

অনুবাদ

সেই বট বৃক্ষটি ছিল আট শত মাইল দীর্ঘ, এবং তার শাখাগুলি ছয় শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বৃক্ষটি অপূর্ব সুন্দর শীতল ছায়া বিস্তার করেছিল, কিন্তু তবুও সেখানে কোন পাখির কোলাহল ছিল না।

তাৎপর্য

সাধারণত প্রত্যেক বৃক্ষে পাখির নীড় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলা পাখিরা সেখানে জড় হয়ে কলরব সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই বট বৃক্ষটিতে কোন পাখির নীড় ছিল না,

এবং তাই সেটি ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ এবং নীরব। সেখানে কোন রকম কোলাহল অথবা তাপের উপদ্রব ছিল না, এবং তাই সেই স্থানটি ধ্যানের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল।

শ্লোক ৩৩

তস্মিন্মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্—সেই বৃক্ষের নীচে; **মহা-যোগ-ময়ে**—পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে যুক্ত বহু যোগী-সমন্বিত; **মুমুক্ষু**—মুক্তিকামীদের; **শরণে**—আশ্রয়; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **শিবম্**—শিবকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **ত্যক্ত-অমর্ষম্**—ক্রোধরহিত; **ইব**—যেন; **অন্তকম্**—অনন্ত কাল।

অনুবাদ

দেবতারা দেখেছিলেন যে, শিব সেই বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন, যে বৃক্ষটি যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করতে এবং সমস্ত মানুষদের মুক্ত করতে সক্ষম। অনন্ত কালের মতো গম্ভীর শিবকে তখন সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহা-যোগময়ে* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান, এবং *মহা-যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ধ্যান মানে হচ্ছে স্মরণ। ভক্তি নয় প্রকার, তার মধ্যে স্মরণ হচ্ছে একটি। যোগী তাঁর হৃদয়ে বিষ্ণুরূপ স্মরণ করেন। তাই সেই বিশাল বট বৃক্ষের নীচে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন বহু ভক্ত ছিলেন।

মহা শব্দটি এসেছে *মহৎ* উপসর্গটি থেকে। অত্যন্ত অধিক সংখ্যা বা মাত্রা বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই উপসর্গটির ব্যবহার হয়। অতএব, *মহা-যোগ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেখানে বহু মহান যোগী এবং ভক্ত শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করছিলেন। সাধারণত এই প্রকার ধ্যানীগণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অভিলাষী, এবং তাঁরা চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন বা অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এই জড় জগতে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, এবং মুক্তি হচ্ছে সেই দুঃখময় অবস্থার নিবৃত্তি।

শ্লোক ৩৪

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্ ।
উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥ ৩৪ ॥

সনন্দন-আদ্যৈঃ—সনন্দন আদি চার কুমারগণ; **মহা-সিদ্ধৈঃ**—মুক্তাত্মাগণ; **শান্তৈঃ**—শান্ত প্রকৃতি; **সংশান্ত-বিগ্রহম্**—প্রশান্ত বিগ্রহ শিব; **উপাস্যমানম্**—স্তূয়মান; **সখ্যা**—কুবেরের দ্বারা; **চ**—এবং; **ভর্ত্রা**—প্রভুর দ্বারা; **গুহ্যক-রক্ষসাম্**—গুহ্যক এবং রাক্ষসদের।

অনুবাদ

প্রশান্তবিগ্রহ শিব গুহ্যকদের পালক কুবের, এবং চার কুমারদের মতো মুক্তাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে বসে ছিলেন।

তাৎপর্য

শিবের সঙ্গে উপবিষ্ট পুরুষগণ ছিলেন মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ চার কুমারেরা জন্ম থেকেই মুক্ত ছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই কুমারদের জন্মের পরেই নব সৃজিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধির জন্য, বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করতে তাঁদের পিতা তাঁদেরকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হন। সেই ক্রোধ থেকে রুদ্র বা শিবের জন্ম হয়। সেই সূত্রে চতুঃসন এবং শিব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের অত্যন্ত ধনবান। এইভাবে কুমারগণ এবং কুবেরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক ইঙ্গিত করে যে, তাঁর কাছে সমস্ত চিন্ময় এবং ভৌতিক ঐশ্বর্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার; অতএব তাঁর পদমর্যাদা অত্যন্ত উন্নত।

শ্লোক ৩৫

বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্ ।
চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা—জ্ঞান; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ-পথম্**—ভক্তিমার্গ; **আস্থিতম্**—অবস্থিত; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **অধীশ্বরম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **চরন্তম্**—(তপশ্চর্যা ইত্যাদি) অনুষ্ঠান করে; **বিশ্ব-সুহৃদম্**—সমগ্র জগতের বন্ধু; **বাৎসল্যাৎ**—পূর্ণ স্নেহের ফলে; **লোক-মঙ্গলম্**—সকলের জন্য কল্যাণকর।

অনুবাদ

দেবতারা দেখলেন, শিব ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সকাম কর্ম এবং সিদ্ধিমার্গের অধীশ্বররূপে অবস্থিত। তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের সুহৃদ, এবং সকলের প্রতি পূর্ণরূপে স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী।

তাৎপর্য

শিব জ্ঞান এবং তপস্যায় পূর্ণ। যিনি কর্মের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমার্গে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের উপায় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা যায় না।

এখানে শিবকে *অধীশ্বর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ঈশ্বর* মানে হচ্ছে 'নিয়ন্তা', এবং *অধীশ্বর* শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। সাধারণত আমাদের কলুষিত ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন, কিন্তু কেউ যখন জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা উন্নত হন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয় এবং সেইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। শিব হচ্ছেন এই প্রকার সিদ্ধির প্রতীক, এবং তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন বৈষ্ণব। এই জড় জগতে শিব তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দেন কিভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হয়। তাই এখানে তাঁকে *লোক-মঙ্গল,* অর্থাৎ সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

লিঙ্গং চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্ ।
অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাং চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥

লিঙ্গম্—লক্ষণ; **চ**—এবং; **তাপস-অভীষ্টম্**—শৈব তপস্বীদের বাঞ্ছিত; **ভস্ম**—ভস্ম; **দণ্ড**—দণ্ড; **জটা**—জটাজুট; **অজিনম্**—মৃগচর্ম; **অঙ্গেন**—শরীরের দ্বারা; **সন্ধ্যা-আভ্র**—রক্তিম; **রুচা**—বর্ণ; **চন্দ্র-লেখাম্**—চন্দ্রলেখা; **চ**—এবং; **বিভ্রতম্**—ধারণকারী।

অনুবাদ

তিনি একটি মৃগচর্মে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সব রকম তপস্যা করছিলেন। তাঁর দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল বলে, তাঁকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রলেখা প্রতীকী-চিহ্ন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিবের তপস্যার চিহ্নগুলি ঠিক বৈষ্ণবের মতো নয়। শিব নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কিন্তু বৈষ্ণব রীতি পালনে অক্ষম মানুষদের জন্য তিনি এক বিশেষরূপ ধারণ করেন। শিবভক্ত বা শৈবরা সাধারণত শিবের মতো বেশভূষা ধারণ করে, এবং তারা কখনও কখনও ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবন করে। বৈষ্ণব প্রথার অনুগামীরা কখনও এই প্রকার আচরণ করেন না।

শ্লোক ৩৭

উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃস্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥ ৩৭ ॥

উপবিষ্টম্—উপবিষ্ট; **দর্ভ-ময্যাম্**—কুশ-নির্মিত; **বৃস্যাম্**—আসনে; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **সনাতনম্**—শাশ্বত; **নারদায়**—নারদকে; **প্রবোচন্তম্**—উপদেশ করছেন; **পৃচ্ছতে**—প্রশ্ন করছেন; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করছেন; **সতাম্**—মহর্ষিদের।

অনুবাদ

তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত নারদ আদি মহর্ষিদের কাছে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শিব কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কারণ পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাঁরা তপস্যা করেন, তাঁরা এই প্রকার আসন গ্রহণ করেন। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিখ্যাত ভক্ত দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। নারদ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিবকে প্রশ্ন করছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শিব তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, শিব এবং নারদ বৈদিক জ্ঞান আলোচনা করছিলেন, কিন্তু তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল ভগবদ্ভক্তি। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, শিব হচ্ছেন পরম উপদেষ্টা এবং নারদ মুনি হচ্ছেন পরম শ্রোতা। অতএব, বৈদিক জ্ঞানের পরম বিষয় হচ্ছে ভক্তি।

শ্লোক ৩৮

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মং চ জানুনি ।
বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

কৃত্বা—স্থাপন করে; **উরৌ**—উরুতে; **দক্ষিণে**—দক্ষিণ দিকে; **সব্যম্**—বাম; **পাদ-পদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **চ**—এবং; **জানুনি**—তাঁর জানুতে; **বাহুম্**—হস্ত; **প্রকোষ্ঠে**—দক্ষিণ বাহুর মণিবন্ধ স্থানে; **অক্ষ-মালাম্**—রুদ্রাক্ষের মালা; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **তর্ক-মুদ্রয়া**—তর্কমুদ্রার দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুদেশে এবং বামহস্ত বাম উরুদেশে স্থাপিত ছিল। তাঁর ডান হাতে ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। এই আসনকে বলা হয় বীরাসন। তিনি অঙ্গুলিতে তর্কমুদ্রা ধারণ করে বীরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে আসনের উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা অনুসারে তাকে বলা হয় *বীরাসন* । যোগ অনুশীলনে যম, নিয়ম আদি আটটি বিভাগ রয়েছে। *বীরাসন* ছাড়াও *পদ্মাসন* ও *সিদ্ধাসন* প্রভৃতি আসন রয়েছে। পরমাত্মা বিষ্ণুকে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া ব্যতীত, এই সমস্ত আসনের অনুশীলন যোগের সিদ্ধাবস্থা নয়। শিবকে বলা হয় *যোগীশ্বর,* এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *যোগেশ্বর* । *যোগীশ্বর* শব্দে বোঝানো হয় যে, যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে কেউ শিবকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং *যোগেশ্বর* বলতে বোঝানো হয় যে, যোগসিদ্ধিতে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারে না। এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *তর্কমুদ্রা* । এই মুদ্রায় হাতের আঙুলগুলি খোলা রাখা হয় এবং বাহু সহ তর্জনী উপরে ওঠানো হয়, শ্রোতাদের কাছে কোনও বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মুদ্রা বিশেষ।

শ্লোক ৩৯

তং ব্রহ্মনির্বাণসমাধিমাশ্রিতং
ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্ ।
সলোকপালা মুনয়ো মনূনা-
মাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৩৯ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); **ব্রহ্ম-নির্বাণ**—ব্রহ্মানন্দে; **সমাধিম্**—সমাধিতে; **আশ্রিতম্**—মগ্ন; **ব্যুপাশ্রিতম্**—বিশেষভাবে উপাশ্রিত; **গিরিশম্**—শিবকে; **যোগ-কক্ষাম্**—বাম

জানু দৃঢ়ীকরণের জন্য যোগপট্ট; **স-লোক-পালাঃ**—(ইন্দ্র প্রমুখ) দেবতাগণ সহ; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **মনূনাম্**—মননশীলদের; **আদ্যম্**—অগ্রগণ্য; **মনুম্**—মননশীল; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **প্রণেমুঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সমস্ত মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমস্ত মননশীল মুনিদের অগ্রগণ্য মহাদেব তখন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ব্রহ্মানন্দ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই *ব্রহ্মানন্দ* বা *ব্রহ্ম-নির্বাণের* বিশ্লেষণ প্রহ্লাদ মহারাজ করেছেন। কেউ যখন অধোক্ষজে, বা জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন, তখন তিনি *ব্রহ্মানন্দে* অবস্থিত হন।

পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব, নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ তিনি জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ধারণার অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের কল্পনা অথবা ধারণা করতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে, ভগবান মরে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-স্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজমান। নিরন্তর ভগবানের রূপের ধ্যানকে বলা হয় *সমাধি* । *সমাধির* অর্থ হচ্ছে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা, অতএব যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেন, তিনি নিরন্তর *ব্রহ্ম-নির্বাণ* বা *ব্রহ্মানন্দ* উপভোগ করে সমাধিমগ্ন থাকেন। শিব এই সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিলেন।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *যোগ-কক্ষাম্* । *যোগ-কক্ষা* হচ্ছে একটি আসন যাতে বাম জানু গৈরিক বস্ত্রের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। *মনূনাম্ আদ্যম্* শব্দগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ঐগুলির অর্থ হচ্ছে মুনি, বা মননশীল কোনও ব্যক্তি। এই প্রকার মানুষকে বলা হয় *মনু* । এই শ্লোকে শিবকে সমস্ত মুনিদের অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিব অবশ্য অর্থহীন মনোধর্মীয় জল্পনা-কল্পনায় কালক্ষয় করেন না, কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, অসুরদের অধঃপতিত বদ্ধ অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়, তিনি সর্বদা তাতেই চিন্তান্বিত থাকেন। কথিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় সদাশিব অদ্বৈত প্রভুরূপে

এসেছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর প্রধান চিন্তা ছিল কিভাবে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা যায়। যেহেতু মানুষেরা অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত এবং তার ফলে তারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাই অদ্বৈত আচার্যরূপে শিব ভগবানের কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন সেই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তেমনই, রুদ্র সম্প্রদায় নামক শিবের একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তিনি সর্বদা পতিত জীবদের উদ্ধারের বিষয়ে চিন্তা করেন, যেমন অদ্বৈত প্রভু করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং
সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দন-
মর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪০ ॥

সঃ—শিব; **তু**—কিন্তু; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **আগতম্**—এসেছিলেন; **আত্ম-যোনিম্**—ব্রহ্মা; **সুর-অসুর-ঈশৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা; **অভিবন্দিত-অঙ্ঘ্রিঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **চক্রে**—করেছিলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **অভিবন্দনম্**—সশ্রদ্ধ; **অর্হত্তমঃ**—বামনদেব; **কস্য**—কশ্যপের; **যথা এব**—ঠিক যেমন; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু।

অনুবাদ

শিবের শ্রীপাদপদ্ম দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই পূজিত হয়। কিন্তু তাঁর অতি উচ্চ পদ সত্ত্বেও, অন্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে বামনদেব কশ্যপ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি ছিলেন জীব, কিন্তু তাঁর দিব্য পুত্র বামনদেব ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তাই পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু কশ্যপ মুনিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ এবং

মাতা যশোদাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও, শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাদ স্পর্শ করেছিলেন, কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান, শিব এবং অন্যান্য ভক্তরা তাঁদের উচ্চ পদ সত্ত্বেও, ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে হয়। শিব ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কারণ ব্রহ্মা হচ্ছেন তাঁর পিতা, ঠিক যেমন কশ্যপ মুনি ছিলেন বামনদেবের পিতা।

শ্লোক ৪১

তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভি-
র্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্ ।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং
কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ ॥ ৪১ ॥

তথা—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যদের; **সিদ্ধ-গণাঃ**—সিদ্ধ-গণ; **মহা-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **যে**—যিনি; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিক থেকে; **অনু**—পরে; **নীললোহিতম্**—শিবকে; **নমস্কৃতঃ**—নমস্কার করে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **শশাঙ্ক-শেখরম্**—শিবকে; **কৃত-প্রণামম্**—প্রণতি নিবেদন করে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—যেন; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

নারদ আদি অন্য যে-সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মাকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা ঈষৎ হেসে শিবকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হাসছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, শিব যেমন অল্পেই সন্তুষ্ট হন, তেমনই আবার তিনি সহজেই রুষ্ট হন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর পত্নীর বিয়োগে এবং দক্ষের দ্বারা অপমানিত হওয়ার ফলে, তিনি হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর সেই ভয় গোপন করার জন্য তিনি হেসেছিলেন, এবং শিবকে নিম্নলিখিত শ্লোকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ব্রহ্মোবাচ

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যত্তদ্ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **জানে**—আমি জানি; **ত্বাম্**—আপনাকে (শিব); **ঈশম্**—নিয়ন্তা; **বিশ্বস্য**—সমগ্র জড় জগতের; **জগতঃ**—দৃশ্য জগতের; **যোনি-বীজয়োঃ**—মাতা এবং পিতা উভয়েই; **শক্তেঃ**—শক্তির; **শিবস্য**—শিবের; **চ**—এবং; **পরম্**—পরমব্রহ্ম; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—অপরিবর্তনীয়; **নিরন্তরম্**—জড় গুণরহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান শিব! আমি জানি যে, আপনি সমগ্র জড় জগতের নিয়ন্তা। জড় সৃষ্টির পিতা এবং মাতা উভয়ই হচ্ছেন আপনি, এবং আপনি জড় সৃষ্টির অতীত পরমব্রহ্মও। এইভাবে আমি আপনার তত্ত্ব অবগত আছি।

তাৎপর্য

শিব যদিও ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, তবুও ব্রহ্মা জানতেন যে, শিবের পদ তাঁর থেকে ঊর্ধ্বে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শিবের পদের বর্ণনা করা হয়েছে—ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং শিবের মূল স্থিতিতে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিব বিষ্ণু থেকে ভিন্ন। সেই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, দুধ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়ে দধিতে পরিণত হয়, তেমনই বিষ্ণু শম্ভুতে পরিণত হয়েছেন।

শ্লোক ৪৩

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা ॥ ৪৩ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **এতৎ**—এই; **শিব-শক্ত্যোঃ**—আপনার শুভ শক্তিতে স্থিত হয়ে; **স্বরূপয়োঃ**—আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা; **বিশ্বম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজসি**—সৃষ্টি করেন; **পাসি**—পালন করেন; **অৎসি**—ধ্বংস করেন; **ক্রীড়ন্**—খেলা করে; **ঊর্ণ-পটঃ**—মাকড়সার জাল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন, ঠিক যেমন উর্ণনাভ তার জাল রচনা করে, সেটি পালন করে এবং অবশেষে তা গুটিয়ে নেয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *শিব-শক্তি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *শিব* মানে হচ্ছে 'মঙ্গলময়', এবং *শক্তি* মানে 'শক্তি'। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত শক্তিই মঙ্গলময়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে বলা হয় গুণাবতার। জড় জগতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভিন্ন অবতারদের তুলনা করা হয়, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সকলেই পরম মঙ্গলময়ের প্রকাশ, তাই তাঁরা সকলেই মঙ্গলময়, যদিও কখনও কখনও একটি গুণকে অন্য গুণটি থেকে উচ্চ অথবা নীচ বলে বর্ণনা করা হয়। তমোগুণকে অন্য গুণগুলি থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কিন্তু উন্নত বিচারে তাও মঙ্গলময়। এই সম্পর্কে সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং অপরাধ বিভাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাইরে থেকে কেউ মনে করতে পারে যে, অপরাধ বিভাগটি অশুভ, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা শিক্ষা বিভাগেরই মতো গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সরকার পক্ষপাতশূন্য হয়ে উভয় বিভাগকেই সমানভাবে অর্থানুকূল্য করে থাকে।

শ্লোক ৪৪

ত্বমেব ধর্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জিথাধ্বরম্ ।
ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো
যান্‌ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম-অর্থ-দুঘ**—ধর্ম এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে প্রাপ্ত লাভ; **অভিপত্তয়ে**—তাদের রক্ষা করার জন্য; **দক্ষেণ**—দক্ষের দ্বারা; **সূত্রেণ**—তাকে নিমিত্ত করে; **সসর্জিথ**—সৃষ্টি করেছেন; **অধ্বরম্**—যজ্ঞ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে**—এই জগতে; **অবসিতাঃ**—নিয়ন্ত্রিত; **চ**—এবং; **সেতবঃ**—বর্ণাশ্রম প্রথার মর্যাদা; **যান্**—যা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **শ্রদ্দধতে**—অত্যন্ত সম্মান করেন; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ব্রত গ্রহণপূর্বক।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনিই দক্ষের মাধ্যমে যজ্ঞপ্রথা প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফল লাভ করতে পারে। আপনার বিধি-বিধানেই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণেরা ব্রতধারণপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে সেই প্রথা পালন করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণাশ্রমের প্রথা কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ মানব-সমাজে সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। সমাজের বুদ্ধিজীবী বর্ণ রূপে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠা সহকারে এই প্রথা অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করা উচিত। এই কলিযুগে বর্ণ এবং আশ্রমের সিদ্ধান্ত না মেনে, বর্ণবিহীন সমাজ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা একটি অসম্ভব স্বপ্ন মাত্র। সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বিনাশ করার ফলে, বর্ণহীন সমাজের ধারণা কখনই সার্থক হবে না। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করা উচিত, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমাজের চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই বিধি অনুসারে মানুষের আচরণ করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত, ঠিক যেমন শরীরে বিভিন্ন অঙ্গগুলি সমগ্র শরীরের সেবায় যুক্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের *বিরাটরূপ* হচ্ছে পূর্ণ রূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা যথাক্রমে ভগবানের সেই বিরাটরূপের মুখ, বাহু, উদর এবং পা। যতক্ষণ তারা পূর্ণ রূপের সেবায় যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাদের স্থিতি সুরক্ষিত থাকে। অন্যথায় তারা তাদের স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৪৫

ত্বং কর্মণাং মঙ্গল মঙ্গলানাং
কর্তুঃ স্বলোকং তনুষে স্বঃ পরং বা ।
অমঙ্গলানাং চ তমিস্রমুল্বণং
বিপর্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **কর্মণাম্**—কর্তব্য কর্মের; **মঙ্গল**—হে পরম মঙ্গলময়; **মঙ্গলানাম্**—মঙ্গলের; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠাতার; **স্ব-লোকম্**—উচ্চতর লোক; **তনুষে**—বিস্তার করে;

স্বঃ—স্বর্গলোক; **পরম্**—চিৎ-জগৎ; **বা**—অথবা; **অমঙ্গলানাম্**—অমঙ্গলের; **চ**—এবং; **তমিস্রম্**—তমিস্র নরকের; **উল্বণম্**—ভীষণ; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **কেন**—কেন; **তৎ-এব**—নিশ্চিতভাবে তা; **কস্যচিৎ**—কারও জন্য।

অনুবাদ

হে পরম মঙ্গলময় ভগবান! আপনি স্বর্গলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়ার মঙ্গলময় কার্যকলাপের বিধান প্রদান করেছেন। তেমনই, যারা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানকারী দুষ্কৃতকারী, তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও কখনও কখনও দেখা যায় যে, উক্ত নিয়মের বিপর্যয় হয়। তার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে পরম ইচ্ছা বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার ফলেই সব কিছু হচ্ছে। তাই বলা হয় যে, তাঁর পরম ইচ্ছা ব্যতীত একটি ঘাস পর্যন্ত নড়ে না। সাধারণত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানকারীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, ভগবদ্ভক্তরা বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতে উন্নীত হন, এবং নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হন; কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, অজামিলের মতো পাপী কেবলমাত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, অচিরে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। অজামিল যদিও তাঁর পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিলেন, কিন্তু ভগবান নারায়ণ তা ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পাপপূর্ণ জীবন সত্ত্বেও তাঁকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত করেছিলেন। তেমনই রাজা দক্ষ সর্বদাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পুণ্য কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবু শিবের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে তাঁকে কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাই হচ্ছে চরম বিচার; সেই সম্পর্কে কোন তর্ক করা যায় না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাকে সর্ব মঙ্গলময় বলে স্বীকার করে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই তাঁর শরণাগত থাকেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০/১৪/৮)

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভক্ত যখন কোন সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তখন তিনি মনে করেন যে, তাঁর কারণ হচ্ছে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্ম, এবং তিনি সেই পরিস্থিতিকে ভগবানেরই কৃপাশীর্বাদ বলে মনে করেন। সেই অবস্থাতেও অবিচলিতভাবে তিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন। যিনি এই মনোভাব নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। অর্থাৎ, এই প্রকার ভক্তের সর্ব অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া সুনিশ্চিত।

শ্লোক ৪৬

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং
ভূতেষু সর্বেষ্বভিপশ্যতাং তব ।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্‌দিদৃক্ষতাং
প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্‌যথা পশুম্ ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **বৈ**—কিন্তু; **সতাম্**—ভক্তদের; **ত্বৎ-চরণ-অর্পিত-আত্মনাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তিদের; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **সর্বেষু**—সমস্ত প্রকার; **অভিপশ্যতাম্**—পূর্ণরূপে দর্শন করে; **তব**—আপনার; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **চ**—এবং; **আত্মনি**—পরব্রহ্মে; **অপৃথক্**—অভিন্ন; **দিদৃক্ষতাম্**—যারা এই ভাবে দর্শন করে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **রোষঃ**—ক্রোধ; **অভিভবেৎ**—হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **পশুম্**—পশু।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে সমস্ত ভক্তরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে আপনার উপস্থিতি দর্শন করেন, এবং তার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তিরা সমস্ত জীবের প্রতিই সমদর্শী। তাঁরা কখনই পশুর মতো ক্রোধের বশীভূত হন না, কারণ পশুরা ভেদভাব ব্যতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন অসুরদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন অথবা তাদের সংহার করেন, তখন জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে সেটি প্রতিকূল বলে মনে হলেও চিন্ময় দৃষ্টিতে তা

তাদের প্রতি তাঁর আনন্দময় আশীর্বাদ। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানের ক্রোধ এবং আশীর্বাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তাঁরা অন্যের সাথে ও নিজেদের সাথে ভগবানের আচরণকে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভগবানের আচরণের দোষ দর্শন করেন না।

শ্লোক ৪৭

পৃথগ্ধিয়ঃ কর্মদৃশো দুরাশয়াঃ
পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্ ।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদা-
স্তান্মাবধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ ॥ ৪৭ ॥

পৃথক্—ভিন্নরূপে; **ধিয়ঃ**—যারা মনে করে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **দৃশঃ**—দর্শী; **দুরাশয়াঃ**—দুষ্টচিত্ত; **পর-উদয়েন**—অন্যের উন্নতিতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **হৃৎ**—হৃদয়; **রুজঃ**—ক্রোধ; **অনিশম্**—সর্বদা; **পরান্**—অন্যদের; **দুরুক্তৈঃ**—কর্কশ বাক্য; **বিতুদন্তি**—বেদনা দেয়; **অরুন্তুদাঃ**—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; **তান্**—তাদের; **মা**—না; **অবধীৎ**—বধ করা; **দৈব**—দৈবের দ্বারা; **বধান্**—ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে; **ভবৎ**—আপনার; **বিধঃ**—মতো।

অনুবাদ

যে-সমস্ত ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সহকারে সব কিছু দর্শন করে, যারা কেবল সকাম কর্মে লিপ্ত, যারা দুষ্ট আশয় যুক্ত, যারা অন্যের উন্নতি দর্শনে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে এবং যারা কর্কশ ও মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা অন্যদের ব্যথা দেয়, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই আপনার মতো মহান ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাদের বধ করার কোনও প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

যারা জড়বাদী এবং সর্বদা জাগতিক লাভের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত, তারা কখনও অন্যদের উন্নতি সহ্য করতে পারে না। কেবল কয়েকজন কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত, সারা জগৎ এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিতে পূর্ণ, যারা আত্ম উপলব্ধি-রহিত হয়ে জড় দেহের প্রতি আসক্তির ফলে, নিরন্তর উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যেহেতু তাদের হৃদয় সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, তখন বুঝতে হবে যে, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই শিবকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণবরূপে তিনি

যেন দক্ষকে হত্যা না করেন। বৈষ্ণবকে বলা হয় পরদুঃখে দুঃখী, কারণ যদিও তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বয়ং দুঃখিত হন না, তবুও অন্যের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করেন। তাই বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেহ অথবা মনের কোন ক্রিয়ার দ্বারা কাউকে হত্যা করার চেষ্টা না করা, বরং অন্যদের প্রতি করুণাবশত তাদের কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত করার চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জগতের সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য শুরু করা হয়েছে, এবং ভক্তদের যদিও কখনও কখনও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তবুও তাঁরা সব কিছু সহ্য করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে, বিনীত মনোভাব সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, সর্বতোভাবে অমানী হয়ে অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। সেই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করা যায়।" *(শিক্ষাষ্টক ৩)*

বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে হরিদাস ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু এবং যিশু খ্রিস্টের মতো বৈষ্ণবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। যে ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে, তাকে আর হত্যা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, বৈষ্ণবের পক্ষে কখনও বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবদের নিন্দা সহ্য করা উচিত নয়, যদিও তাঁর নিজের নিন্দা তিনি সহ্য করেন।

শ্লোক ৪৮

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া
দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্‌দৃশঃ ।
কুর্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং
ন সাধবো দৈববলাৎকৃতে ক্রমম্ ॥ ৪৮ ॥

যস্মিন্—কোন স্থানে; **যদা**—যখন; **পুষ্কর-নাভ-মায়য়া**—পরমেশ্বর ভগবান পুষ্করনাভের মায়ার দ্বারা; **দুরন্তয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **স্পৃষ্ট-ধিয়ঃ**—মোহিত; **পৃথক্ দৃশঃ**—ভেদদর্শী; **কুর্বন্তি**—করে; **তত্র**—সেখানে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনুকম্পয়া**—দয়ার

বশে; **কৃপাম্**—কৃপা; **ন**—কখনই না; **সাধবঃ**—সাধু পুরুষগণ; **দৈব-বলাৎ**—দৈবের দ্বারা; **কৃতে**—কৃত; **ক্রমম্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

হে ভগবান! পরমেশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদি কখনও কোন অপরাধ করে, সাধু পুরুষ দয়াবশত তাদের সেই অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন যে, মায়ার বশীভূত হয়ে তারা অপরাধ করে, তাই তাদের বিনাশ করার জন্য তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করেন না।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে, তপস্বী বা সাধু ব্যক্তির ভূষণ হচ্ছে ক্ষমাশীলতা। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে সাধুদের অনর্থক উৎপীড়ন করা হয়েছে, কিন্তু সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোন রকম প্রতিকার করেননি। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজ অনর্থক একজন ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বালকটির পিতা সেই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ-বালকের ইচ্ছা অনুসারে এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে স্বীকার করেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন একজন সম্রাট, এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি পূর্ণ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান এবং দয়া প্রদর্শন করে, তিনি ব্রাহ্মণ-বালকের সেই কর্মের প্রতিকার না করে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে স্বীকার করেছিলেন। যেহেতু কৃষ্ণ চেয়েছিলেন, পরীক্ষিৎ মহারাজ যেন সেই দণ্ড স্বীকার করেন, যাতে এই পৃথিবীতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ প্রকাশিত হয়, তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপের কোন প্রতিকার করেননি। বৈষ্ণব অন্যের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত সহিষ্ণু হন। তিনি যখন তাঁর নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করেন না, তখন মনে করা উচিত নয় যে, তাঁর মধ্যে শক্তির অভাব রয়েছে; পক্ষান্তরে তা ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সহিষ্ণু।

শ্লোক ৪৯

ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া
দুরন্তয়াস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্ ।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্মচেতঃ-
স্বনুগ্রহং কর্তুমিহার্হসি প্রভো ॥ ৪৯ ॥

ভবান্—আপনি; **তু**—কিন্তু; **পুংসঃ**—পুরুষের; **পরমস্য**—পরম; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **দুরন্তয়া**—মহা শক্তির; **অস্পৃষ্ট**—অপ্রভাবিত; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **সমস্ত-দৃক্**—সব কিছুর দ্রষ্টা অথবা জ্ঞাতা; **তয়া**—সেই মায়ার দ্বারা; **হৃত-আত্মসু**—হৃদয়ে মোহিত; **অনুকর্ম-চেতঃসু**—যার হৃদয় সকাম কর্মের দ্বারা আকৃষ্ট; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **কর্তুম্**—করার জন্য; **ইহ**—এই প্রসঙ্গে; **অর্হসি**—আকাঙ্ক্ষা করে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালিনী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন না। তাই আপনি সর্বজ্ঞ, এবং যারা সেই মায়ার দ্বারা মোহিত এবং সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রতি আপনার কৃপাপরবশ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব কখনও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে মোহিত হন না, কারণ তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়েছে, তারা অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারে।" বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে, যারা মায়ার দ্বারা মোহিত, তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া, কারণ বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় তাদের নেই। যারা মায়ার দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে, তারা কেবল ভক্তের কৃপার ফলেই উদ্ধার পেতে পারে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

"আমি সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তদের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁরা ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, এবং তাঁরা অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ।" যারা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা সকাম কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-প্রচারক তাদের হৃদয়কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

শ্লোক ৫০

কুর্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোঃ
ত্বয়াসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ ।
ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ
কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে ॥ ৫০ ॥

কুরু—করুন; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **উদ্ধরণম্**—যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য; **হতস্য**—যে হত হয়েছে তার; **ভোঃ**—হে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসমাপ্তস্য**—অসম্পূর্ণ যজ্ঞের; **মনো**—হে শিব; **প্রজাপতেঃ**—মহারাজ দক্ষের; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **ভাগম্**—অংশ; **তব**—আপনার; **ভাগিনঃ**—ভাগের পাত্র; **দদুঃ**—প্রদান করেনি; **কু-যাজিনঃ**—দুষ্ট পুরোহিতেরা; **যেন**—দাতার দ্বারা; **মখঃ**—যজ্ঞ; **নিনীয়তে**—ফল প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান শিব! আপনি যজ্ঞভাগের অধিকারি, এবং আপনি ফল প্রদানকারী। কু-যাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার ভাগ প্রদান করেনি, তাই আপনি সব কিছু ধ্বংস করেছেন, এবং তার ফলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন আপনি যা প্রয়োজন তা করুন এবং আপনার ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করুন।

শ্লোক ৫১

জীবতাদ্যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ববৎ ॥ ৫১ ॥

জীবতাৎ—জীবিত হোক; **যজমানঃ**—যজমান (দক্ষ); **অয়ম্**—এই; **প্রপদ্যেত**—পুনরায় প্রাপ্ত হোক; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **ভগঃ**—ভগদেব; **ভৃগোঃ**—ভৃগু মুনির; **শ্মশ্রূণি**—শ্মশ্রু; **রোহন্তু**—পূর্ববৎ হোক; **পূষ্ণঃ**—পূষাদেবের; **দন্তাঃ**—দন্তরাজি; **চ**—এবং; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার কৃপায় যজমান (রাজা দক্ষ) পুনর্জীবিত হোন, ভগদেব তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হোন, ভৃগু মুনির শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি পুনরায় পূর্ববৎ হোক।

শ্লোক ৫২

দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাং চায়ুধাশ্মভিঃ ।
ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্ ॥ ৫২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; **ভগ্ন-গাত্রাণাম্**—যাঁদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে গেছে; **ঋত্বিজাম্**—পুরোহিতদের; **চ**—এবং; **আয়ুধ-অশ্মভিঃ**—অস্ত্র এবং প্রস্তরের দ্বারা; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অনুগৃহীতানাম্**—অনুগৃহীত হয়ে; **আশু**—শীঘ্র; **মন্যো**—হে ভগবান শিব (ক্রুদ্ধরূপে); **অস্তু**—হোক; **অনাতুরম্**—আঘাতের আরোগ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান শিব! আপনার সৈন্যদের অস্ত্র এবং প্রস্তরের আঘাতে যে-সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হয়েছে, তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন।

শ্লোক ৫৩

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ ।
যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্ ॥ ৫৩ ॥

এষঃ—এই; **তে**—আপনার; **রুদ্র**—হে শিব; **ভাগঃ**—ভাগ; **অস্তু**—হোক; **যৎ**—যা কিছু; **উচ্ছিষ্টঃ**—অবশিষ্ট; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তে**—আপনার; **রুদ্র**—হে রুদ্র; **ভাগেন**—ভাগের দ্বারা; **কল্পতাম্**—পূর্ণ হোক; **অদ্য**—আজ; **যজ্ঞ-হন্**—হে যজ্ঞনাশক।

অনুবাদ

হে যজ্ঞনাশক! দয়া করে আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ হতে দিন।

তাৎপর্য

ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে, তার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট হয়েছেন কি না। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাই আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য

হওয়া উচিত। কোনও কার্যালয়ে প্রতিটি কর্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে মালিক অথবা কর্মকর্তার সন্তুষ্টি বিধান করা, তেমনই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করার উপদেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই প্রকার কর্ম সম্পাদনকে বলা হয় *যজ্ঞ* । অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের জন্য যে কর্ম তাকেই বলা হয় *যজ্ঞ* । সকলেরই ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, *যজ্ঞ* ব্যতীত অন্য যে কর্ম করা হয়, তা ভব-বন্ধনের কারণ হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্মবন্ধনঃ* । *কর্মবন্ধনঃ* মানে হচ্ছে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম না করি, তা হলে সেই কর্মের ফল আমাদের বন্ধনের কারণ হবে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কারও কর্ম করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা। তাকেই বলা হয় *যজ্ঞ* ।

দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত *যজ্ঞের* পর, সমস্ত দেবতারা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রসাদের প্রত্যাশা করেছিলেন। শিব হচ্ছেন দেবতাদের অন্যতম, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনিও *যজ্ঞের* প্রসাদের প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, শিবকে সেই *যজ্ঞে* অংশ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করেননি এবং তাঁকে তাঁর যজ্ঞভাগও অর্পণ করেননি। কিন্তু শিবের অনুচরদের দ্বারা সেই *যজ্ঞ* পণ্ড হওয়ার পর, ব্রহ্মা শিবকে শান্ত করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রসাদের অংশ লাভ করবেন। এইভাবে তিনি তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর অনুচরেরা যা ধ্বংস করেছে তা যেন তিনি সংশোধন করে দেন।

ভগবদ্গীতায় (৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা হলে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা যেহেতু *যজ্ঞের* প্রসাদ প্রত্যাশা করেন, তাই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত, তাদের পক্ষে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে তারা তাদের সেই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। প্রজাপতি দক্ষ তাই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং শিব তাঁর ভাগ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তাই উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় অবশ্য সব কিছুরই সন্তোষজনকভাবে সমাধান হয়েছিল।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন কার্য, কারণ *যজ্ঞে* সমস্ত দেবতাদের অংশ গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই কলিযুগে সেই প্রকার ব্যয় সাপেক্ষ *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, এমন কি সেই *যজ্ঞে* অংশ গ্রহণ করার

জন্য দেবতাদেরও নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই এই কলিযুগের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (ভাঃ ১১/৫/৩২)। যারা বুদ্ধিমান তাদের জানা উচিত যে, কলিযুগে বৈদিক *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেবতাদের সন্তুষ্ট করা না হলে, নিয়মিতভাবে ঋতুর কার্যকলাপ বা বৃষ্টি হবে না। সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় দেবতাদের দ্বারা। সেই অবস্থায়, এই যুগে সমাজের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য, সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সংকীর্তন *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা। সকলকে নিমন্ত্রণ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত, এবং তার পর প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি এবং সমৃদ্ধি দেখা দেবে। বৈদিক অনুষ্ঠানের আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে, শত-সহস্র দেবতাদের মধ্যে যদি একজন দেবতারও সন্তুষ্টি বিধানে কেউ ব্যর্থ হন, ঠিক যেমন দক্ষ শিবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা হলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু এই যুগে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠানের পন্থা সরল করা হয়েছে। কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা আপনা থেকেই সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।